আমিরুল মোমেনীন মানিক

# গুমরাজ্যে গোলাপের ঘ্রাণ

আলোর ঠিকানা
প্রকাশনী

## গল্পের ধারাবাহিকতা


❖ গুমরাজ্যে গোলাপের ঘ্রাণ ০৬
❖ ক্রসফায়ার ব্যাকফায়ার ১৩
❖ হৃদয়ে ঝুলে আছে রুহিনার নাম ২১
❖ রাত্রি নামে ক্যাম্পাসে ৩১
❖ ৫ হাজার থেকে ৫ কোটির গল্প ৩৬
❖ বিপ্লবীদের অন্তিম শিহরনগাথা ৪২
❖ বিচারপতি জহির, সুখরঞ্জন বালি এবং অ্যাটর্নির জরুরি আলাপ ৪৯
❖ চারপাশে কেবল ইবরাহিম ফকিহ ৫৫
❖ তারকা ও তারকাঁটার গল্প ৫৯

# গুমরাজ্যে গোলাপের ঘ্রাণ

**এক–**

প্রতিদিন ঠিক রাত ১০টা। কখনো একটু আগে ৯টা বা সাড়ে ৯টা। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই ১০টার মধ্যে ঘরে ফেরেন বাবা। বাবার কলিং বেলের শব্দটা সবার চেয়ে আলাদা। খুব আলতো করে তিনি বেলে চাপ দেন। মিষ্টি একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে। অন্যরা কলিং বেল শক্ত করে ধরে রাখেন। ফলে খচ করে বুকে লাগে শব্দটা, কিন্তু বাবার আঙুলে সম্ভবত জাদু আছে। বেলের আওয়াজ শুনেই তানহা বুঝতে পারে, বাবা এসেছেন। দরজাটা খুলে প্রতিদিনই বাবার ডান হাতের দিকে তাকায় সে। চিপস, ক্যাডবেরি, চিকেন শর্মা, পিৎজা অথবা কোনো-না-কোনো কিছু থাকবেই। তানহার জন্য প্রতিদিনের সারপ্রাইজ এটা।

বাবা কখনো কি খালি হাতে বাসায় ফিরেছেন? এ প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে থাকে ৮ বছরের ছোট্ট মেয়েটি। স্মৃতি হাতড়ে মনে পড়ে বছর দুয়েক আগের ঘটনা। সেদিন বাবার অফিসে খুব ঝামেলা হয়। ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে বাসায় ফেরেন বাবা। সম্ভবত অফিসের বস তাকে অপমান-অপদস্থ করেছিলেন।

সেদিন দরজা খুলতেই অন্যরকম এক বাবাকে দেখে তানহা। মেয়েটার নজর গিয়ে পড়ে বাবার ডান হাতে। বাবা সেটা খেয়াল করে। মেয়ে এবং বাবা দুজনের মুখের মানচিত্রেই নেমে আসে আষাঢ়ের মেঘ।

: মা, আজ মনে ছিল না। অফিসে খুব সমস্যা ছিল। তোমার কথা ভুলে গিয়েছি। কিছুই আনতে পারিনি। মন খারাপ করো না।

বাবাকে এ রকম বিষণ্ন কখনো দেখেনি তানহা।

: বাবা, তোমাকে ওরা খুব কষ্ট দিয়েছে, তাই না? আমার কিচ্ছু লাগবে না। তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো। আমি তোমার মাথা টিপে দেবো আর আমার স্কুলের মজার গল্প শোনাব। তোমার মন ফুরফুরে হয়ে যাবে।

সেদিন বাবাকে শিয়াল ও বানরের গল্প শুনিয়েছিল তানহা। ক্লাসে লেজার পিরিয়ডে একদল স্টুডেন্ট হয়েছে শিয়াল আর আরেক দল বানর। এখন বুদ্ধির খেলায় কে কাকে হারাবে? বানরের গ্রুপে তানহা হলো লিডার। খেলা শুরু হলো ইংরেজি বাক্যের বাংলা অনুবাদ করা দিয়ে।

হঠাৎ তানহার মাথায় দুষ্টুমি চেপে বসল। প্রতিপক্ষ শেয়াল গ্রুপের লিডারকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বল তো, আই ডোন্ট নো...এর বাংলা অর্থ কী?' প্রতিপক্ষের নেতা বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সজোরে বলে উঠল, 'আমি জানি না।' তখন তানহার গ্রুপের সবাই হইচই আর চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বলতে লাগল, 'হায় হায়, জানে না, পারে না, এত সহজ ইংরেজির বাংলা।'

ওই দিন তানহার গল্প শুনে বাবার মন ভালো হয়ে গিয়েছিল। গল্পের শেষটা শুনে বাবা হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

## দুই–

আজ সারা দিন বাবার কথা মনে পড়ছে মেয়েটার। মায়ের সঙ্গে কয়েকবার আবদার ধরেছে–'চলো বাবার অফিসে যাই। আমরা গেলে বাবা আগেভাগে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে আসবে। আমরা তিনজন মিলে গ্রিন লাউঞ্জে অনেক মজা করব।'

কিন্তু তানহার মা সায় দেয়নি। তানহাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে। 'দেখো, তোমার আব্বা অনেক ব্যস্ত থাকে। এখন তার অনেক কাজ থাকতে

পারে। এভাবে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আমরা আগামী শুক্রবারে সময় করে ঘুরতে বের হব। এখন না।'

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। তানহার মনটা আনচান করতে থাকে।

: মা, বাবা কি আজ একটু আগে আসতে পারবেন না?

: কেন, এত আগে আসার দরকার কী?

: না, মানে বলছি, আজ তো কারফিউ। অনেক না করলাম, তবুও বাবা অফিসে গেলেন। এই সময়ে কেউ কি অফিসে যায়?

: কী করবে বলো, অফিস থেকে যদি ছুটি না দেয়?

: কিন্তু আমার না অনেক ভয় করছে। বাবা কি নিরাপদে বাসায় ফিরতে পারবেন?

: আল্লাহর কাছে দোয়া করো।

মা-মেয়ের আলাপনে ছেদ ঘটায় মোবাইলের রিংটোন।

: আরে, তোমার আব্বু কল দিয়েছে দেখি...হ্যাঁ, তানহার আব্বু বলো... কোথায় তুমি? অফিস ছুটি হয়েছে...